APR. 22 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

বিজ্ঞান মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের চমক

রেজানুর রহমান ॥ গতকাল শনিবার বৃটিশ কাউন্সিল চত্বরে বসেছিল ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মিলন মেলা। নগরীর নামকরা ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একদল কৃতী ছাত্র-ছাত্রী মেলায় বিজ্ঞানের একাধিক প্রজেক্ট সাজিয়ে চমক সৃষ্টি করেছে। যানজট, জনসংখ্যা, দারিদ্র্য বিমোচন, আধুনিক চাষ পদ্ধতিসহ দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সহজ-সরল সমাধান তুলে ধরে তারা দেশের মানুষের জন্য আশার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল ইনোভেশন ইউকে প্রদর্শনীর আওতায় গতকাল দিনব্যাপী এই বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করে। সকাল সাড়ে ১০টায় মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞানমেলায় আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীরা দুর্ঘটনা রোধে সতর্কীকরণ প্রজেক্ট হাজির করেছিল —ইত্তেফাক

জামিলুর রেজা চৌধুরী। বৃটিশ কাউন্সিল টিচিং সেন্টারের ম্যানেজার মার্ক বার্থেলোমিউ, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান শাখার প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দ মাসুদ হোসেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বিজ্ঞানমেলায় রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, হারমান মাইনার কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ ও উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়। বিচারকদের রায়ে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল প্রথম রানার্স আপ, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ দ্বিতীয় রানার্স আপ হয়। বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ডঃ জেবা ইসলাম সেরাজ ও ডঃ চৌধুরী মোফিজুর রহমান। বিশিষ্ট সাহিত্যিক কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় চ্যাম্পিয়ন অগ্রনী স্কুল এন্ড কলেজের ৭ম শ্রেণীর তিনজন মেধাবী ছাত্রী গাছের পাতা থেকে বিদ্যুৎ তৈরীর অভিনব প্রজেক্ট হাজির করেছিল। লেবু, জাম্বুরা অথবা এই জাতীয় গাছের পাতা পচিয়ে অনায়াসে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব–অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বুঝিয়ে দিল তাহসিন তাসনিম, মির্জা রেহনুমা ও ইশরাত ইথার। গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তারা এই আবিষ্কারে মনোযোগী হয়েছে। রানার্স আপ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা হাজির করেছিল 'গ্রামীণ পরিবারে টেকসই প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও ব্যবহার' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রজেক্ট। ওরা বুঝিয়ে দিল কিভাবে গোবর ব্যবহার করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ব্যবহার জরুরী করে তোলা যায়। আলুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার প্রযুক্তিও হাজির করেছিল ওরা। রানার্স আপ অপর দল উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা হাজির করেছিল 'পানির বিভিন্ন উৎস থেকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পানি পরিশোধন এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা' শীর্ষক প্রজেক্ট। ১০ম শ্রেণীর ওরা ৪ জন মেধাবী ছাত্র যথাক্রমে তানভির জামান বিলাস, আহমেদ গণি চৌধুরী, নাগিব মাহফুজ, জামাল উদ্দিন রানা জানান, ঢাকা শহরে প্রতিদিন ১৬০ কোটি লিটার পানি প্রয়োজন। কিন্তু সরবরাহ করা হয় ১৩০ কোটি লিটার পানি। ঘাটতি ৩০ কোটি লিটার পানি অনায়াসে পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা সম্ভব।

বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজের বিজ্ঞানীরা বালু জমিতে চাষ পদ্ধতির উপর প্রজেক্ট হাজির করেছিল। আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞানীরা 'দুর্ঘটনা রোধে সতর্কীকরণ' শীর্ষক প্রজেক্টের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতার চিত্র মনে করিয়ে দিয়েছে। আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বিজ্ঞানীরা হাজির করেছিল 'দারিদ্র্য বিমোচন' শীর্ষক বিশেষ প্রজেক্ট। ওরা চায় গ্রামে উন্নত জীবনযাত্রার পরিবেশ সৃষ্টি করে শহরে জনসংখ্যার চাপ কমাতে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এবং বৃটেনের সম্ভাবনাময় ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে প্রতি বছর একবার ঢাকায় এই ধরনের বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হবে।